সূচিপাতা

ভূমিকা ৭

অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি ১০

রহমত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত بِرَحْمَةِ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ১২

প্রতিটি নিয়ামাতের মূল্য—'আলহামদুলিল্লাহ' ১৫

নিয়ামাতের অর্থ, প্রশংসাও নিয়ামাতের অন্তর্ভুক্ত ১৮

আমল করতে পারা এবং জান্নাত লাভ করা—
উভয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ ২০

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য—আল্লাহ তাআলার
ইনসাফ ও রহমতের সাথেই সম্পৃক্ত ২২

বান্দার জন্য যা জানা অপরিহার্য ৩০

শুকরিয়া আদায়ে নিমগ্ন থাকা সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত ৩১

আমল—নাজাত পাওয়াকে আবশ্যক করে না ৩২

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করা জরুরি ৩৪

সফলতা ও নাজাত প্রাপ্তির জন্য বান্দার করণীয় ৩৫

যে আমলগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ৩৭

﴿سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا﴾-এর অর্থ ও মর্ম ৪৪

যে কারণে সাহাবায়ে কেরাম ﷺ উম্মাহর শ্রেষ্ঠ হলেন ৪৭

মূল্যবান একটি মূলনীতি ৫০

শারীআত যে সহজ তার কিছু বর্ণনা ৫২
﴿اَلْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ﴾-এর অর্থ, সময়কাল ও ফযীলত ৫৫
﴿اَلْقَصْدُ فِي السَّيْرِ﴾ 'মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা'র এর অর্থ ও মর্ম ৬৩
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ৬৮
শেষ ভালো যার, সব ভালো তার ৭০
আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রসর হওয়ার ফযীলত ৭২
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার যত পথ ৭৫
ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের স্তরকে
সযত্নে লালন করা-ব্যক্তির অবস্থা ৭৮
সকাল-সন্ধ্যা—সময় দুটির ফযীলত এবং সময় দুটি দ্বারা উদ্দেশ্য ৮৪
আখিরাত-প্রত্যাশী ও দুনিয়া-প্রত্যাশী ব্যক্তির অবস্থা ৮৭
আখিরাতে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা কারও কল্পনাতেও নেই ৮৯
যে সমস্ত আমল বিক্ষিপ্ত ধুলোবালির মতো মূল্যহীন হয়ে যাবে ৯১
যারা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭
সতর্ক হোন, সাবধান হোন ৯৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সহীহ বুখারি-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَنْ يُّنَجِّيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ

"তোমাদের কাউকেই তার নিজ আমল নাজাত দিতে পারবে না।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকেও না?'

তিনি বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا

"আমাকেও না; যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণা দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করে নেবেন। তবে ভারসাম্য বজায় রাখো, (ভারসাম্যের) কাছাকাছি থাকো, বাড়াবাড়ি করো না। সকাল, বিকাল ও রাতে আমলে লিপ্ত হও। আর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো; তাহলে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে পৌঁছতে পারবে।"[১]

সহীহ বুখারি-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১] বুখারি, ৬৪৬৩।

সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَّلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ

"নিশ্চয় এই দ্বীন সহজ; দ্বীনের বিপরীতে কেউ শক্তি দেখাতে এলে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে ছাড়বে। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রাখো, (ভারসাম্যের) কাছাকাছি থাকো, (ক্ষমার) সুসংবাদ গ্রহণ করো, আর সকাল, বিকাল ও রাতের একাংশে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাও।"[২]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ

"তোমরা আমলে ভারসাম্য বজায় রাখো, (ভারসাম্যের) কাছাকাছি থাকো, (ক্ষমার) সুসংবাদ গ্রহণ করো, তবে (এ কথাও জেনে রাখো,) কাউকেই তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।"

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকেও না?

তিনি বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّرَحْمَةٍ

"আমাকেও না; যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণা ও ক্ষমা দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করে নেবেন।"[৩]

সহীহ বুখারি-তেই আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ভিন্ন শব্দে এই অর্থেই আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ لَنْ يُّدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ

[২] বুখারি ৩৯; নাসাঈ ৫০৩৪; ইবনু হিব্বান, ৩৫১।

[৩] বুখারি, ৬৪৬৭।

الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"তোমরা ভারসাম্য বজায় রাখো, (ভারসাম্যের) কাছাকাছি থাকো এবং নিয়মিত আমল করে যাও, তবে স্মরণ রেখো, কাউকেই তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না, আর আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।"[৪]

অতি মূল্যবান এই সমস্ত হাদীস একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা থেকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার এবং আল্লাহর পথে চলার অনেক দিকনির্দেশনা জানা যায়। ফলে বান্দার জন্য তা ধারণ করে ইসলামের বিধানমতো জীবন পরিচালনা করা সহজ হয়।

***

[৪] বুখারি, ৬৪৬৪।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি

মূলনীতিটি হলো : মানুষের আমল তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয় না, আবার তাকে জান্নাতেও প্রবেশ করায় না; বরং এসব কিছু অর্জিত হয় কেবল আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমতের বদৌলতে।

অনেক স্থানেই পবিত্র কুরআন এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হলো :

এক :

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ ۗ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

"যারা হিজরত করে এসেছে, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা আমার রাস্তায় কষ্টের শিকার হয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে—আমি তাদের গুনাহগুলো মুছে দেবো এবং তাদেরকে এমন বাগানে প্রবেশ করাব, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলে, এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর সর্বোত্তম পুরস্কার থাকে আল্লাহর কাছেই।"[৫]

দুই :

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

[৫] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯৫।

"তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।"[৬]

তিন :

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। আর এটিই মহা সাফল্য।"[৭]

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা এবং ক্ষমা ও রহমতকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। আর এ বিষয়টিই প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমত ব্যতীত এর কিছুই অর্জন করা যায় না।

পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'আখিরাত হয়তো আল্লাহর দেওয়া ক্ষমা, নয়তো জাহান্নাম। আর দুনিয়া হয়তো আল্লাহর হেফাজতে থাকা, নয়তো ধ্বংস হওয়া।'

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রহিমাহুল্লাহ) তার সাথি-সঙ্গীদের মৃত্যুর সময় এই বলে বিদায় জানাতেন যে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের গন্তব্য হয়তো জাহান্নাম নয়তো আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও মার্জনা।'

***

[৬] সূরা তাওবা, ৯ : ২১।

[৭] সূরা সাফ, ৬১ : ১১-১২।

রহমত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত بَاءٌ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা[৮]

এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো উপরিউক্ত আলোচনার বিপরীত বলে মনে হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

এক :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

"এটিই সেই জান্নাত, তোমরা যার উত্তরাধিকারী হয়েছ তোমাদের কর্মের বিনিময়ে।"[৯]

দুই :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছ, তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।"[১০]

উপরিউক্ত আয়াত দুটির (بِمَا-এর) بَاءٌ-এর অর্থের ব্যাপারে আলিমগণ দুইটি

---

[৮] আগের আলোচনা থেকে ধর্মীয় প্রাজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মনে স্বভাবতই একটি প্রশ্নের উদয় ঘটে। কুরআন-হাদীসের বহু স্থানেই পরকালীন শাস্তি ও জান্নাত লাভের বিষয়টিকে بِ-এর মাধ্যমে (যার অর্থ : কারণে, বিনিময়ে ইত্যাদি) আমলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে! সেই হিসেবে আগের আলোচনাটি অগ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে! এই প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসনেই এই শিরোনামটি আনা হয়েছে। (অনুবাদক)

[৯] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭২।

[১০] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।

অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম অভিমত : আসলে জান্নাতে প্রবেশ আল্লাহ তাআলার রহমত ও ক্ষমার বদৌলতেই হবে। তবে জান্নাতের স্তর-বিন্যাস হবে আমল ও কর্মের বিনিময়ে।

ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আলিমগণ এমনটিই মনে করতেন যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমার কারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে এবং তাঁর অনুগ্রহের কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। তবে জান্নাতের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থান নির্ধারিত হবে আমলের বিনিময়ে।"

দ্বিতীয় অভিমত :

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ "তোমাদের কর্মের বিনিময়ে..." এবং

بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ "অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছ, তার বিনিময়ে..."

উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে বিদ্যমান بَاء টি হলো কারণবোধক, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমলকেই জান্নাতে প্রবেশের কারণ নির্ধারণ করেছেন।

পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ "কেউ তার নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"—এর না-সূচক بَاءُ টি হলো بَاءُ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ অর্থাৎ বিনিময়-জ্ঞাপক بَاءُ সুতরাং হাদীসটির উহ্যরূপ হবে :

لَنْ يَّسْتَحِقَّ أَحَدٌ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ بِعَمَلٍ يَّعْمَلُهُ

'কেউ তার নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশের **হকদার** হবে না।'

সুতরাং এই হাদীসের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের ধারণা নস্যাৎ করা হয়েছে, যারা মনে করে, জান্নাত হলো আমলের বিনিময়, তাই আমলকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় আবশ্যক হয়ে যায়, যেমন কেউ কোনো পণ্যের মালিককে মূল্য পরিশোধ করলে, মালিকের যিম্মায় তাকে সেই পণ্যটি অর্পণ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

আসলে এই হাদীসের মাধ্যমে সেই ধারণাকেই নিরসন করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে

এটি বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও আমল হলো জান্নাতে প্রবেশের হেতু বা কারণ, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করা কেবল আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

মূলকথা হলো জান্নাতে প্রবেশ করা আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমার সাথেই সম্পৃক্ত। কারণ তিনিই নিজ গুণে আমল করার তাওফীক দেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ফলাফলও দান করেন। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি শুধুমাত্র আমলের ওপরেই আর নির্ভরশীল রইল না।

সহীহাইন-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ

"আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বলবেন, 'তুমি আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে করি, অনুগ্রহ করব।"[১১]

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَّاجِبٌ *** كَلَّا وَلَا سَعْيَ لَدَيْهِ ضَائِعٌ
إِنْ عُذِّبُوْا فَبِعَدْلِهِ أَوْ نُعِّمُوْا *** فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيْمُ الْوَاسِعُ

আল্লাহর কাছে বান্দার নেই কোনো আবশ্যকীয় অধিকার,
তবে তাঁর নিকট কোনো আমল হয় না কখনো বেকার।
কেউ যদি শাস্তি পায়, তা হলে তা হবে তাঁর সুবিচার,
তাঁর অশেষ অনুগ্রহের কারণেই কেউ পাবে পুরস্কার।
কারণ তিনি অতি দয়ালু, তাঁর আছে প্রাচুর্যের আধার।

***

[১১] বুখারি, ৪৮৫০; মুসলিম, ২৮৪৬।

প্রতিটি নিয়ামাতের মূল্য— ‘আলহামদুলিল্লাহ’[১২]

যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় : হাবীব ইবনুশ শাহীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ হলো প্রতিটি নিয়ামাতের মূল্য আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো জান্নাতের মূল্য।’

তা ছাড়া এই অর্থে আনাস ও আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে মারফূ’ভাবে[১৩] অনেক হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও তাদের সেই বর্ণনার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।[১৪]

তদুপরি এ বিষয়টির পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে মহান আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর

---

[১২] অর্থাৎ যেকোনো নিয়ামাত লাভের পর ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে, মন থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে, সেই নিয়ামাতের মূল্য বা বিনিময় পরিশোধ বলে গণ্য হয়। (অনুবাদক)

[১৩] ‘মারফূ’ বলা হয় এমন হাদীসকে, যেই হাদীসের সনদ বা বর্ণনা সূত্র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

[১৪] দাইলামি, মুসনাদুল ফিরদাউস, ২৫৪৮; সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ১১৩১৭।

> পথে লড়াই করে, হত্যা করে আবার নিহতও হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল।। আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে বেচাকেনা করেছ, সে জন্য তোমরা আনন্দিত হও। আর এটিই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।"[১৫]

এখানে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মূল্য হিসাবে জান ও মালকে নির্ধারণ করেছেন।

এই বক্তব্যের জবাব হলো : আল্লাহ তাআলা আপন দয়া, অনুগ্রহ ও মহানুভবতার কারণে তাঁর বান্দাদের নেক আমলের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য এমন পন্থায় সম্বোধন করেছেন, যা তাদের মাঝে কাজ-কর্মে ও আদান-প্রদানে সুপরিচিত।

আল্লাহ তাআলা নিজেকে বানিয়েছেন ক্রেতা ও তাদের থেকে ঋণ গ্রহীতা। আর তাদেরকে বানিয়েছেন বিক্রেতা ও ঋণদাতা! যাতে করে আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং তাঁর আনুগত্যে দ্রুত ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি অধিক কার্যকরী হয়। অন্যথায় বাস্তবতা তো এই যে, প্রতিটি জিনিস তাঁরই কর্তৃত্বাধীন, তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জীবন ও ধনসম্পদের মালিকও তিনিই। এ কারণেই বিপদাপদে আমাদের এ কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

> "আমরা সকলেই আল্লাহর এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"[১৬]

এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, যে তাঁর জন্য নিজের জানমাল ব্যয় করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে বিক্রেতা ও ঋণদাতা সাব্যস্ত করেছেন। আর নিজেকে বানিয়েছেন ক্রেতা ও ঋণ গ্রহীতা। বিষয়টি ঠিক ওই ব্যক্তির ন্যায় হলো, যার মালিকানায় কিছু বস্তু রয়েছে, সে চাইলেই তা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে পারে ও ঋণ দিতে পারে, যে ব্যক্তির সেই বস্তুর ওপর কোনো অধিকার নেই।

---

[১৫] সূরা তাওবা, ৯ : ১১১।

[১৬] সূরা বাকারা, ২ : ১৫৬।

অথচ সমস্ত আমল কেবল আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আমলের প্রশংসা করেছেন, আমলকে আমলকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সেগুলোকে বান্দাদের পক্ষ থেকে তাঁর নিয়ামাতের মূল্য আদায় ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন।

***

নিয়ামাতের অর্থ, প্রশংসা ও নিয়ামাতের অন্তর্ভুক্ত

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَآ أَنْعَمَ اللهُ عَلٰى عَبْدٍ نِّعْمَةً فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ إِلَّا كَانَ الَّذِىْ أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ

> "যখনই আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামাত দান করেন আর সে বলে 'আলহামদুলিল্লাহ', তখন আল্লাহকে দেওয়া তার প্রশংসা, আল্লাহর কাছ থেকে গৃহীত সেই নিয়ামাতের চেয়েও অধিক উত্তম।"[১৭]

উমর ইবনু আবদিল আযীয ও হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুমাল্লাহ)-সহ পূর্বসূরি মনীষীদের অনেকেই এমনটি বলেছেন।[১৮]

অতীত ও বর্তমানের অনেক আলিমের কাছেই এই বিষয়টি কঠিন ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। অথচ এর অর্থ সুস্পষ্ট। কেননা এখানে নিয়ামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবি নিয়ামাত। আর হাম্‌দ বা প্রশংসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি নিয়ামাত।

আর এটি তো জানা বিষয় যে, দ্বীনি নিয়ামাত দুনিয়াবি নিয়ামাতের তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অবশ্য প্রশংসা যেহেতু বাহ্যিকভাবে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত; কারণ বান্দার কর্ম

---

[১৭] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ৩৮০৫।

[১৮] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করাকেও তারা নিয়ামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। (অনুবাদক)

দ্বারাই তা সম্পাদিত হয়, তাই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুই নিয়ামাতের মধ্যে বড়ো নিয়ামাতটির অধিকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন। এবং এটিকে অপর নিয়ামাতের বদলাস্বরূপ বানিয়েছেন।

এ কারণেই হাদীস শরীফে এই দুআটি বর্ণিত হয়েছে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُّوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُدَافِعُ نِقَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ

> "আমি আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা বর্ণনা করছি, যা তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামাতের হক পুরোপুরি আদায় করে, তাঁর শাস্তিকে প্রতিহত করে এবং তাঁর দেওয়া অতিরিক্ত নিয়ামাতের জন্যও যথেষ্ট হয়ে যায়।"[১৯]

এই সব দিক বিবেচেনা করে বলা যায়, হাম্‌দ হলো জান্নাতের মূল্য।

***

[১৯] মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২৪২৮।

আমল করতে পারা এবং জান্নাত লাভ করা—উভয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ

তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, জান্নাত লাভ করা এবং আমল করতে পারা উভয়টিই মুমিন বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ। এ কারণেই জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশের সময় এ কথা বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَآ أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ

"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি আমাদের এ-পথে চালিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতাম না, আমাদের রবের রাসূলগণ আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলেন।"[২০]

যখন তারা আল্লাহর সমীপে নিজেদের ওপর তাঁর নিয়ামাত অর্থাৎ হিদায়াতের পথে চলা, জান্নাত লাভ করা ইত্যাদিকে স্বীকার করে নেবে এবং এর কারণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, তখন এ কথা বলে তাদেরকে ডাক দিয়ে প্রতিদান দেওয়া হবে—

تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

"এই হলো জান্নাত; তোমাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময়ে এটি তোমাদের দেওয়া হলো।"[২১]

---

[২০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩।

[২১] সুরা : আ'রাফ, ৭ : ৪৩।

এখানে আমলকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে পুরস্কৃতও করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়টি পূর্বসূরিদের মধ্যে কোনো একজনের এই বক্তব্যের ন্যায়; তিনি বলেছেন,

'কোনো বান্দা যখন অপরাধ করে এ কথা বলে, 'হে আল্লাহ, আপনিই তো আমার ব্যাপারে এই ফায়সালা করে রেখেছেন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি নিজেই অপরাধ করেছ এবং আমার অবাধ্য হয়েছ।'

আর বান্দা যদি এ কথা বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি ভুল করে ফেলেছি, আমি অন্যায় করেছি, আমি অপরাধ করেছি।' তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমিই তো তোমার বিষয়ে এই ফায়সালা করে রেখেছি, তোমার ভাগ্যে তা লিখে দিয়েছি। তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

***

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য—আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ও রহমতের সাথেই সম্পৃক্ত

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী—"কেউই তার নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না" অথবা, "কাউকেই তার আমল নাজাত দেবে না"—এর যথার্থতা প্রমাণিত হয় যে বিষয়টির মাধ্যমে তা হলো : নেক আমলের পরিমাণকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা হয়। এটি কেবল আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল। তিনি একটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব দান করেন। অতঃপর তা বৃদ্ধি করেন সাতশ গুণ পর্যন্ত, তারপর আরও অনেক অনেকগুণ পর্যন্ত। এসবই তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা যদি মন্দ আমলের ন্যায় নেক আমলের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ বিনিময় দিতেন তাহলে কোনোভাবেই মন্দ আমলের বিপরীতে নেক আমল যথেষ্ট হতো না। ফলে অনিবার্যভাবেই আমলকারী বরবাদ হয়ে যেত।

ঠিক যেমনটি ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সৎকর্মের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

إِنْ كَانَ وَلِيًّا لِلّٰهِ فَفَضَلَ لَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ضَاعَفَهَا اللّٰهُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ شَقِيًّا قَالَ الْمَلَكَ : يَا رَبِّ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَبَقِيَ لَهُ طَالِبُوْنَ كَثِيْرٌ قَالَ : خُذُوْا مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَأَضِيْفُوْهَا إِلٰى سَيِّئَاتِهِ ثُمَّ صُكُّوْا لَهُ صَكًّا إِلَى النَّارِ

'যদি কেউ আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয় আর তার অণু পরিমাণ নেক আমল

অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সেটিকেই বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন; অবশেষে সেটির বিনিময়েই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

পক্ষান্তরে যে হবে দুর্ভাগা, তার ক্ষেত্রে ফেরেশতা আল্লাহ তাআলাকে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, তার সব নেক আমল শেষ হয়ে গেছে; অথচ এখনো তার অনেক পাওনাদার বাকি রয়েছে?' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তোমরা পাওনাদারদের কাছ থেকে তাদের মন্দ কর্মগুলো নিয়ে তার মন্দ কর্মের সাথে যুক্ত করে দাও। অতঃপর তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।'[২২]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা যার সৌভাগ্য কামনা করবেন তার নেক আমলকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। এমনকি পাওনাদারদের সব পাওনা পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেওয়ার পরেও সামান্য পরিমাণ নেক আমল অবশিষ্ট রয়ে যাবে। আর সেটিকেই আল্লাহ তাআলা বহু গুণে বৃদ্ধি করে তার বিনিময়েই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটিই হলো আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যার দুর্ভাগ্য চাইবেন আর তার অনেক পাওনাদারও থাকবে, তার নেক আমলকে ওই ব্যক্তির নেক আমলের ন্যায় বৃদ্ধি করা হবে না, আল্লাহ তাআলা যার সৌভাগ্য চান। বরং আল্লাহ তাআলা তার নেক আমলকে কেবল দশগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর তা পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলে তার নেক আমল সব শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু তখনো পাওনাদারদের পাওনা শেষ হবে না। ফলে পাওনাদারদের মন্দ কর্মগুলো তার ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হবে। অবশেষে সেগুলো নিয়েই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। এটি হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। আর পূর্বেরটি হলো দয়া ও রহমত।

এ কারণেই ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া প্রসারিত করেন, তখন তা কারও কোনো মন্দ কর্মকেই অবশিষ্ট রাখে না। আর যখন তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা চলে আসে, তখন তা কারও কোনো নেক আমলকেই অবশিষ্ট রাখে না।"[২৩]

---

[২২] ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, ১৪১৬।

[২৩] খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ১৪/২০৮।